19 JUN 1995

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে কৃষিতে গণশিক্ষা

কৃষির উন্নয়নে গণশিক্ষার ভূমিকা অনেক বেশি। কৃষির মাধ্যমে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে গণশিক্ষাকেও এর পাশাপাশি গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষকরাই হচ্ছে মানব সভ্যতার আদি উদ্ভাবক। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে পরিচিত। এ দেশে সার্বিকভাবে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে প্রথমেই কৃষির দিকে নজর দেয়া দরকার আর কৃষিকে বৈপ্লবিক ধারায় বেগবান করতে হলে সর্বাগ্রে কৃষকের চাহিদাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষক যদি

নাইমা ইসলাম

শিক্ষিত না হয় তাহলে কৃষিতে উন্নতি আসবে না সে কারণে গণশিক্ষাকে সাধারণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রমকেও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে যেতে হবে।

এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার সময়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। আগের আমলের ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ যেন এই গণশিক্ষার আওতা থেকে বাইরে না থাকেন। সরকার ইতোমধ্যেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে। এর সুফল আমরা পাব এর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে। আমাদের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষক সম্প্রদায়।

কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নারী-পুরুষ সবাইকে গণশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, গণশিক্ষাকে বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে না পারলে আমাদের ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই দেশে কৃষির উন্নয়ন কখনই সম্ভব হবে না।

পৃথিবীর বহু উন্নয়নশীল দেশই গণশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে কৃষিতে বিপ্লব এনেছে। সে দেশগুলোর দিকে তাকালে আজও আমরা দেখতে পাই তারা গণশিক্ষাকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে সেখানে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেই কৃষিতে বিপ্লব সাধিত করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের দেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ। কল-কারখানায় শিল্প সীমিত, বেকার সংখ্যা ভারসাম্যের অধিক, এখনও কৃষিতে রয়েছে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি। তথাপি কৃষিই একমাত্র ভরসা। কাজেই ছোট উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ লোক যেখানে নিরক্ষর সেখানে গণশিক্ষা আন্দোলনই হোক কৃষির উন্নয়নের পূর্ব আন্দোলন। তবেই আমরা দেখতে পাব কৃষিতে স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র